আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান

মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

প্রকাশকের কথা

১৯২৪ সাল। তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর শেষ সম্ভাবনা উসমানি খিলাফতের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছিল মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক। জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে এক অন্যরকম নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল বসফরাস প্রণালীর নিয়ন্ত্রক মানুষদের চিন্তা-কাঠামোতে। আধুনিকতার নামে ইসলাম নিধনের এক ঘৃণ্য পথে হেঁটেছিল আতাতুর্ক। তিলেতিলে গড়ে তোলা সালতানাতকে নিমিষেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কল্পনাকেও হার মানিয়ে একে একে মুসলিম চেতনাবোধ মুছে ফেলার আয়োজন হয়েছিল সেখানে। এক ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি তখন তুরস্কের ঈমানদার মানুষগুলো। আতাতুর্ক যেন সাক্ষাৎ ইবলিস হয়ে নেমে এসেছিল ফাতিহ সুলতান মেহমেদের তুরস্কে। তুর্কি মুসলমানদের কেউ তখন ভাবতে পারেনি, কখনো তাদের ভূখণ্ডে আবার উচ্চকণ্ঠে আজান দেওয়া সম্ভব হবে, মুসলিম মেয়েরা আবার হিজাব পড়ে ক্লাসে যেতে পারবে। পাবলিক প্লেসে চিৎকার করে 'আল্লাহু আকবার' বলতে পারবে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে মাত্র ১০০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তুরস্ক ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ঈমানদারি, পরিশ্রম, ধৈর্য আর প্রজ্ঞার সমন্বয়ে তুর্কিরা আবার উসমানি ঘোড়া ছোটাতে শুরু করেছে। ইউরোপের বুকের উপরে বিশ্বাসীদের মাথা উঁচু করে চলার এই দারুণ ব্যাপারটা ৫ হাজার ৬১৬ কিলোমিটার দূরের এই আমাদের কাছেও অনেক বেশি প্রেরণার। বিশেষ করে ইসলামি জীবনাদর্শকে যারা বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখতে চায়, তাদের জন্য আজকের তুরস্ক একটা বিরাট শিক্ষনীয় ক্ষেত্র।

তুরস্ক প্রবাসি বাংলাদেশি তরুণ মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ বদলে যাওয়া তুরস্কের বিগত ১০০ বছরের রাজনীতির একটা নির্মোহ বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিহাসের ধারাবাহিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছন– কীভাবে তুরস্ক বদলে গেল, বদলে দিলো। নিজের মতামত উপস্থাপন না করে চলমান ঘটনাপ্রবাহকে সামনে এনে বদলে যাওয়া তুরস্কের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র এঁকেছেন তার 'আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান : বদলে যাওয়া তুরস্কের ১০০ বছর' গ্রন্থে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তুরস্কের বদলে যাওয়ার গল্প শুনে আমাদের কী লাভ? এর উত্তর আমার জানা নেই। তবে আমাদের এই ভূখণ্ডের সমকালীন বাস্তবতায় তুর্কি অধ্যয়ন হয়তো কোনো আলোক রেখার সন্ধান এনে দিতে পারে। নিকষ কালো অন্ধকারে সবাই তো আলো খুঁজে ফিরছে। এই গ্রন্থের পাতায় অনুসন্ধিৎসু চোখ রেখে খানিকটা সময় ধরে আমরাও কিছু খুঁজব ইনশাআল্লাহ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

লেখকের কথা

তুরস্ক। একবিংশ শতাব্দিতে বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম আলোচিত দেশ। সারা পৃথিবীর চোখ এখন তুরস্কে। এক নতুন তুরস্ক দেখছে বিশ্ব। 'ইউরোপের রুগ্ন দেশ' খ্যাত তুরস্ক এখন আঞ্চলিক রাজনীতির নেতৃত্ব থেকে ধীরে ধীরে বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম প্রভাবক। সারা পৃথিবীকে তুরস্ক এখন তার নব-উত্থানের গল্প শোনাচ্ছে।

৬৩৬ বছরের গৌরবের অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর গত বিংশ শতাব্দিতে তুরস্ক ছিল অনেক বেশি নিষ্প্রভ। অথচ, গল্পটা এমন ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর উসমানি সালতানাতকে কবর দিয়ে এক সেক্যুলার তুরস্ক গড়ে তুলেছিল মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক। ৬৩৬ বছরের ইসলামি চেতনাকে বসফরাসের তীরে সলিল সমাধি দিতে চেয়েছিল আতাতুর্ক। তবুও অদ্যাবধি তুরস্কে আতাতুর্ক সকল শ্রেণির কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু চাইলেই কি তুরস্কের ঐতিহ্যকে মুছে ফেলা যায়? সেলজুক আর উসমানি সালতানাতের স্মৃতিবিজড়িত তুরস্কের রয়েছে হাজার বছরের ইসলামের ইতিহাস। নতুন তুরস্ক আবার ইসলামি চেতনার পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠছে। এ যেন এক নিউ ব্র্যান্ড তার্কি! নিউ লুক তার্কি! এই নিউ ব্র্যান্ড টার্কি গড়তে বেশ কয়েকজন মহানায়ক তাদের জীবন-যৌবনের সবটুকু ব্যয় করেছেন। তুরস্কের ইসলাম রক্ষার সামাজিক আন্দোলনের জনক বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি, আর রাজনীতিতে আদনান মেন্দেরেস, তুর্গেত ওজেল, নাজমুদ্দিন আরবাকান থেকে সর্বশেষ রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান।

১৯২৪ সালের উসমানি খিলাফতের পতন হলো। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ডিইসলামাইজেশনের এক ঘৃণ্য পথ বেছে নিল। একটা একটা করে ইসলামের প্রাণসত্তাকে আঘাত করা হলো। বসফরাসের নদীতে ইসলামি চেতনা, কৃষ্টিকে ভাসিয়ে দেওয়ার আয়োজন করা হলো। গৌরবদ্বীপ্ত উসমানি খেলাফতের চারণভূমি তুরস্কে সেক্যুলারিজমের নামে ধর্মহীনতা গেঁড়ে বসল। ইতিহাসের গতিধারা উলটো স্রোতের দেখা পেল।

কিন্তু ইসলামের প্রাণসত্তাকে কে, কবে, কখন দাবিয়ে রাখতে পেরেছে? খাঁদের কিনারে দাঁড়িয়ে কোনো এক মুআজ্জিন আজান হাঁকিয়েছে উচ্চকণ্ঠে সাহস ভরে। কেউ না কেউ জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেই। ফিনিক্স পাখির মতো আবার ডানা মেলেছে। যাদের রক্তে উসমানি নেতৃত্ব, তারা কি এভাবে দমে যেতে পারে? না। কক্ষনো না। ক্ষণিকের বিরতি ভেঙে আবার দৌড় শুরু করল উসমানি ঘোড়া। তুরস্কের এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে ছুটে বেড়াতেন বদিউজ্জামাল নুরসি। জেল, জুলুম, নির্যাতন সবকিছু সহ্য করেও কয়েক দশক ইসলামকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন।

খিলাফত বিলুপ্তের পরে সর্বপ্রথম রাজনৈতিকভাবে যে মানুষটি তুর্কি জাতিকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছিলেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট তুরস্ককে কক্ষপথে ফিরিয়ে আনার দীর্ঘমেয়াদী সফরের যাত্রা শুরু করেছিলেন,

তিনি হলেন তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দেরেস। তারপরের দৃশ্যপটে প্রফেসর ডক্টর নাজমুদ্দিন আরবাকান। হতাশাগ্রস্ত তার্কিশ জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে নবীণ বিজ্ঞানী নাজমুদ্দিন আরবাকান ঘোষণা দিলেন, 'একটি ফুল দিয়ে কখনও বসন্ত হয় না, কিন্তু প্রতিটি বসন্ত শুরু হয় একেকটি ফুল দিয়ে।' তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিল্লিগুরুশ গঠনমূলক ও সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে তার্কিশদের আবারও আশা দেখাল। কিন্তু সামান্য কুদুস প্রোগ্রামের অপরাধে পুনরায় শুরু হয় সামরিক শাসন। নিষিদ্ধ করা হয় আরবাকানের উদ্যোগকে। নতুন উদ্যোমে উসমানি চেতনাকে বুকে নিয়ে এগিয়ে আসা আদনান মেন্দেরেস কিংবা নাজিমুদ্দিন আরবাকান– কাউকেই ওরা ন্যূনতম সুযোগ দিতে চায়নি। অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়েছে। তুর্গেত ওজেলকে বিষক্রিয়ায় হত্যার মাধ্যমে আর নাজমুদ্দিন আরবাকানকে দেশি-বিদেশি শক্তির পোস্ট মডার্ন ক্যু'র মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করার পর তুরস্কের ধার্মিক জনগোষ্ঠীর ওপর নেমে আসে নির্যাতন আর লাঞ্ছনার খড়্গ। এক হাতে ধর্মীয় স্বাধীনতা, আরেক হাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোর মশাল নিয়ে তুর্কি জাতিকে আবারও বিশ্বরাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে তাবৎ নির্যাতিত মজলুম জনগোষ্ঠীর জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন, তিনি হলেন মুসলিম বিশ্বের অবিসাংবাদিত নেতা রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান। বাহ্যিক রাজনীতিতে তার উদার গণতান্ত্রিক নীতি আর বাস্তব ময়দানে ঐশী চেতনার সাথে উসমানি খিলাফতের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ লড়াইয়ের কাছে হার মেনেছে। ব্যর্থ হয়েছে তাকে হত্যা কিংবা থামিয়ে দেওয়ার সকল ষড়যন্ত্র।

তুরস্কে পিএইচডিরত অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন সময় দেশের অনেকেই তুরস্কের ব্যাপারে জানার আগ্রহ প্রকাশ করতেন। জাতীয় পত্রিকা, অনলাইন মিডিয়া, ব্লগ কিংবা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে লেখার চেষ্টা করলেও তিন বছর আগে থেকেই এই বইটি লেখার যাত্রা শুরু করেছিলাম। বইটি লেখার ক্ষেত্রে যে মানুষেরা আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আমার প্রিয়তমা স্ত্রী তাসনিমা জাহান সুরাইয়া (নওশিন), আমার ছোটো বোন রুবাইয়া মোস্তারি সাবিহা, প্রকাশক প্রিয় নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের এবং আমার পিএইচডি সুপারভাইজার প্রফেসর ড. মেহমেত আকিফ ওজের (Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER)। তুরস্কে আমার এই চার বছরে যাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত কিংবা সামষ্টিকভাবে বিভিন্ন সময় সহযোগিতা পেয়েছি, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে নাজমুদ্দিন আরবাকান ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. জাকারিয়া মিজিরাক (Prof. Dr. Zekeriya Mızırak), আরাকান প্লাটফর্মের চেয়ারম্যান ইউসুফ বালিজি (Yusuf Balcı), টিকার ডিপুটি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. বিরল চেতিন (Prof. Dr. Birol Çetin), গাজি ইউনিভার্সিটির সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. গঞ্জা বাইরাকতার দুরগুন (Professor Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN), প্রফেসর ড. নেজমি উয়ানিক (Prof. Dr. Necmi Uyanık)–এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও একে পার্টির প্রফেসর ড. ইয়াসিন আকতায় (prof. Dr. Yasin Aktay), সংসদ সদস্য আসুমান এরদোয়ান (Asuman

Erdoğan), বুরহান কায়াতুর্ক (Burhan Kayatürk) অনুর আলেপ বাশায়ার (Onur Alp Başayar), সাদাত পার্টির Hasan Bitmez, তুরস্কের বিভিন্ন এনজিও ও সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে : উদেফের চেয়ারম্যান ড. মেহমেত আলি বোলাত (Dr. Mehmet Ali Bolat), IHH-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সাইদ দেমির (Said Demir), ইফো সভাপতি ড. মুসা বুদাক (Dr Musa Budak), ইয়ে দুনিয়া ভাকফি আংকারা সভাপতি আলি তকুজ (Ali Toköz), বিরলিক ভাকফির আবু বকর তুর্কমেন (Ebubekir Türkmen), আসমা কপরুর সভাপতি হানেফি সিনান (Hanefi Sinan) প্রমুখের সহযোগিতার কথা মনে থাকবে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি, যাদের ভালোবাসা ও দুআতে আমি জীবন সংগ্রামের এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি।

ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা এই বইটি সাহিত্যের ছোঁয়া কম থাকা আমার সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। চেষ্টা করেছি নিজের সীমিত জ্ঞানকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে। পাঠকদের দৃষ্টিতে ভুলত্রুটি প্রতীয়মান হলে অবশ্যই সংশোধনের চেষ্টা করব।

আমার বিশ্বাস, আজকের বাংলাদেশে বাস্তবতায় আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান পাঠ খুব বেশি প্রাসঙ্গিক। পাঠকবৃন্দ তুরস্কের ইতিহাস ও বাস্তবতার সাথে নিজেদের মিলিয়ে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আশা করি। সম্ভাব্য করণীয় ঠিক করতে এই পাঠ আপনাকে কিছুটা আলোক রেখা এনে দেবে ইনশাআল্লাহ। তুমুল অন্ধকারে আলোর রেখা খুঁজে পাওয়াটা যে আজ অনেক বেশি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ
আংকারা, তুরস্ক
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

সূচিপত্র

তুরস্কের রাজনীতির আদর্শিক মেরুকরণ ১৫

আতাতুর্কপূর্ব তুরস্ক ১৯

এরতুরুল গাজির উত্থান ২০

উসমানি খিলাফতের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস (১২৯৯-১৫৫৬) ২৩

উসমানি খিলাফতের অধঃপতন (১৫৫৬-১৭৮৯) ৩৫

উসমানি খিলাফতের অধঃপতনের কারণ ৪১

প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের পটভূমি (১২৯৯-১৫৫৬) ৪২

পশ্চিমা আধুনিকীকরণের প্রভাব ও তানজিমাত আন্দোলন ৪২

ইয়াং তুর্কস মুভমেন্ট ৪৫

প্রথম সাংবিধানিক সময়কাল ৪৬

কমিটি অফ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস ৪৭

দ্বিতীয় সাংবিধানিক সময়কাল ৪৭

বলকান যুদ্ধ ৪৮

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও উসমানি খিলাফত ৫০

চানাক্কালে যুদ্ধ ৫১

সেভার্স চুক্তি ৫৩

আরবদের বিদ্রোহ ৫৫

মরুভূমির বাঘ ফখরুদ্দিন পাশার বীরত্ব ৫৫

মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের উত্থান ৫৮

লুজান চুক্তি ৫৯

খিলাফতের সমাপ্তি ৬০

উসমানি খিলাফতের ঢেউ লেগেছিল ভারতীয় উপমহাদেশেও ৬০

প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের বাস্তবতা ৬২

আতাতুর্কের একদলীয় শাসনব্যবস্থা ৬৪

একমাত্র রাজনৈতিক দল সিএইচপির যাত্রা ৬৪

আতাতুর্কের সংস্কারসমূহ ৬৫

বিরোধীদলের যাত্রা ও বিলুপ্তি ৬৬
কামালিজম যখন মতবাদ ৬৭
কুর্দিস নেতাদের ফাঁসি ৬৭
আতাতুর্কের একদলীয় শাসনামলের পররাষ্ট্রনীতি ৬৭
আতাতুর্ক-ইনুনুর দ্বন্দ্ব ৬৮
আতাতুর্কের ইন্তেকাল ৬৮
ইসমত ইনুনুর পুনরায় ক্ষমতায়ন ৬৮
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৭১
আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের যাত্রা ৭১
তুরস্কের রাজনীতিতে সিএইচপির অবস্থান ৭২
বিভিন্ন নির্বাচনে সিএইচপির ফলাফল ৭২
বিভিন্ন সময়ে সিএইচপির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ৭৩

ডেমোক্রেটিক পার্টির শাসনামল ৭৭

ডেমোক্রেটিক পার্টির যাত্রা ৭৭
আদনান মেন্দেরেসের সংস্কারসমূহ ৭৮
ডেমোক্রেটিক পার্টির পররাষ্ট্রনীতি ৭৯
সেনা ক্যু ও আদনান মেন্দেরেসের ফাঁসি ৮০

ক্যু ও সেনা নিয়ন্ত্রিত ভঙ্গুর রাজনীতি (১৯৬০-১৯৮৩) ৮২

তুরস্কের সেনা নিয়ন্ত্রিত সাংবিধানিক কোর্ট ৮২
সেনা সরকারের প্রধান জেনারেল জামাল গুরসেলের পরিচয় ৮৩
ইনুনুর কোয়ালিশন সরকার ৮৩
আদালত পার্টির উত্থান ৮৪
জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ৮৫
দ্বিতীয় সেনা ক্যু এবং সেনা নিয়ন্ত্রিত অস্থায়ী সরকার ৮৫
ইসলামপন্থীদের প্রথম কোয়ালিশন সরকার ৮৬
একের পর এক কোয়ালিশন সরকার ৮৭
১৯৭৪ সাইপ্রাস অভিযান ৮৮
অস্থির দেশ, সেনাবাহিনীর সুযোগ গ্রহণ ৮৮
১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০-এর ক্যু ৮৯
গ্রেফতার ও নির্যাতন ৯০

জেনারেল কেনান এভরেন	৯১
গণভোট ও সাংবিধানিক সংস্কার	৯১
তুর্গেত ওজেলের শাসনামল (১৯৮৩-৯৩)	**৯৩**
সীমিত গণতন্ত্রের যাত্রা	৯৩
তুর্গেত ওজেলের আনাভাতান পার্টির উত্থান	৯৪
রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার	৯৫
তুর্গেত ওজেলের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রেসিডেন্ট	৯৫
আনাভাতান পার্টির পরাজয় এবং তুর্গেত ওজেলের মৃত্যু	৯৭
তুর্গেত ওজেলের পররাষ্ট্রনীতি	৯৭
সুলাইমান দেমিরেল ও তানসু চিলারের কোয়ালিশন	৯৮
তুরস্ক-ইজরাইল সামরিক চুক্তি	৯৮
ইসলামপন্থীদের উত্থান এবং পোস্ট মডার্ন ক্যু (১৯৯১-২০০২)	**৯৯**
স্থানীয় নির্বাচনে রেফাহ পার্টির বিজয়	৯৯
জাতীয় নির্বাচনে রেফাহ পার্টির ঐতিহাসিক বিজয়	১০০
পোস্ট মডার্ন ক্যু	১০২
রেফাহ পার্টি বন্ধ এবং ফজিলত পার্টির যাত্রা	১০৮
ডেমোক্রেটিক বাম-জাতীয়তাবাদী-আনাভাতান জোট	১০৮
ফজিলত পার্টি বন্ধ ঘোষণা এবং সাদাত পার্টির যাত্রা	১০৯
ক্যু'কারীদের ২১ বছর পর শাস্তি	১১০
তুরস্কের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল	১১০
বিভিন্ন সময় সাদাত পার্টির অর্জিত ভোট ও নির্বাচনী ফলাফল	১১২
সাদাত পার্টির সাংগাঠনিক কাঠামো	১১৩
সাদাত পার্টির দলীয় প্রেসিডেন্টদের পরিচিতি	১১৫
সাদাত পার্টির ভোট কমে যাওয়ার কারণ	১১৮
সাদাত পার্টির ভোটেই কি একে পার্টি ক্ষমতায় আসে	১১৯
লিবারাল প্লাটফর্মের উত্থান (২০০২-২০১৮)	**১২০**
নতুন পার্টি গঠনের প্রেক্ষাপট	১২০
একে পার্টির প্রতিষ্ঠা	১২২
২০০২-এর নির্বাচনে একেপির বিজয়	১২৪

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এরদোয়ান ১২৫
নির্বাচনে একে পার্টির সফলতা ১২৬
একে পার্টির প্রথম ব্যর্থতা ১২৮
পুনরায় নির্বাচন ১২৯
২০১৭ সালের রেফারেন্ডাম ১২৯
প্রথম প্রেসিডেন্টসিয়াল নির্বাচনী ফলাফল ১৩০
ভোটের ফলাফল ১৩০
এরদোয়ান সরকার ও ডিপ স্টেটের দ্বন্দ্ব ১৩১
আব্দুল্লাহ গুলের পরিবর্তে দাউদ উলু ১৪০
দাউদ উলুর পরিবর্তে বিনালি ইলদিরিম ১৪১
বিনালি ইলদিরিম ১৪১
একে পার্টির সংগঠন ও রাজনীতি ১৪২
একে পার্টির নির্বাচনী কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি ১৪২
একে পার্টির বিভিন্ন সভাপতিদের সময়কাল ১৪৯
একে পার্টির রাজনৈতিক দর্শন ১৪৯
তুরস্কের মৌলিক পরিবর্তনে একে পার্টির মডেল ১৫০
তুরস্কের গণতন্ত্রকীকরণে একে পার্টির ভূমিকা ১৫০
সেনা-সিভিল সম্পর্ক তৈরিতে একে পার্টির ভূমিকা ১৫৩
সেনা-সিভিল সম্পর্ক তৈরিতে একে পার্টির ভূমিকা ১৫৫
একে পার্টি ও তুরস্কের অর্থনীতি ১৫৬
একে পার্টি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ১৫৮
একে পার্টি ও স্বাস্থ্যখাত ১৫৯
একে পার্টি ও শিক্ষা ব্যবস্থা ১৬০
একে পার্টি ও শিল্প-কলকারখানা ১৬২
একে পার্টি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ১৬৪
শরনার্থী আন্দোলন ও একে পার্টি ১৬৫
একে পার্টির সাথে বিভিন্ন দেশের ইসলামি দলগুলোর সম্পর্ক ১৬৬
একেপি পার্টি ও তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতি ১৬৭
একে পার্টি, তুরস্ক ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সদস্য ইস্যু ১৮৩
একে পার্টির সমালোচনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ১৮৫

তুরস্কে বাম সেক্যুলার শক্তির রাজনীতিতে টিকে থাকার কারণ	১৯৪
শত বছরের তুরস্কের রাজনীতির প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ	**১৯৬**
গাজি মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক	১৯৬
আদনান মেন্দেরেস	১৯৮
অরাজনৈতিক ধর্মীয় নেতা সাইয়্যেদ বদিউজ্জামান নূরসি	১৯৯
সুলাইমান দেমিরেল	২০৩
তুর্গেত ওজেল	২০৫
প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন আরবাকান	২০৭
রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান	২১০
ড. আব্দুল্লাহ গুল	২১৪
প্রফেসর ড. আহমেদ দাউদ উলু	২১৬
ফেতুল্লাহ গুলেন	২১৭
তুরস্কের শত বছরের কয়েকটি আলোচিত ইস্যু	**২২১**
কুর্দিশ ইস্যু ও তুরস্ক	২২১
আর্মেনীয়া ইস্যু ও তুরস্ক	২২৯
হিজাব আন্দোলন ও তুরস্ক	২৩৪
(উপসংহার) শত বছরের তুরস্ক : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	২৪৩

তুরস্কের রাজনীতির আদর্শিক মেরুকরণ

একটি রাষ্ট্রের জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয় তার ঐতিহাসিক ভিত্তির মাধ্যমে। আধুনিক তুরস্কের এই জাতীয় ভিত্তিটি রচিত হয়েছে অটোমান সাম্রাজ্য এবং প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের জাতি রাষ্ট্র গঠনের দীর্ঘ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। তবে তুরস্কের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এই রাষ্ট্রের পরিচয় বিবেচনা করা হয় অটোমান সাম্রাজ্যের শেষ ১০০ বছর থেকে। ১৯০৪ সালে তুরস্কের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী লেখক ইউসুফ আকচুরা *uc terzi siyaset* নামে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করে, যেখানে তিনি অটোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের জন্য তিনটি মৌলিক আদর্শিকে চিহ্নিত করেছেন; উসমানিজম, ইসলামিজম ও তুর্কিজম। তার মতে এই তিনটি আদর্শের ওপরই প্রজাতান্ত্রিক তুরস্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উসমানি খিলাফতের শেষ দিকে খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত সকল মুসলিম-অমুসলিম জনগণকে উসমানি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করেই কাজ করা হতো। প্রথম তানজিমাত বা সংস্কার আন্দোলনের (১৮৩৯-১৮৭৬) মাধ্যমে এই বার্তাটিই জনগণের মাঝে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খিলাফতের বিভিন্ন অংশে ক্রমাগত বিদ্রোহ বেড়ে গেলে জনগণকে পুনরায় ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল খিলাফত অক্ষুণ্ন রাখা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এসময় মুসলমানদের মধ্যে তার্কিশ জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।
ফলে ইসলামি আদর্শের মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়। সে সময় দুই ধরনের জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। গোত্রীয় জাতীয়তাবাদ; যা বিকশিত হয় লেখক ইউসুফ আকচুরার মাধ্যমে এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ; যার বিকাশ ঘটে লেখক জিয়া গোকলাপের মাধ্যমে। এই তার্কিশ জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক তুরস্কের জন্ম হয়।

প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে আদর্শিক অবস্থানের ভিত্তিতে মোটাদাগে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সেক্যুলারিজম
২. ইসলামিজম
৩. লিবারেলিজম
৪. জাতীয়তাবাদ।

উপরোক্ত চারটি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের রাজনৈতিক দলগুলোকে নিম্নোক্তভাগে বিভক্ত করা যায় :

তবে তুরস্কের বিখ্যাত লেখক ইদ্রিস কুচুক ওমের তুরস্কের রাজনৈতিক দলগুলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মতে রাজনৈতিক দলগুলো মূলত বাম ও ডানপন্থী আদর্শে বিভক্ত।

ডানপন্থী	বামপন্থী
১. মিল্লি নিজাম (১৯৭০)	১. আতাতুর্কের সিএইসপি (১৯২৩)
২. মিল্লি সালামত (১৯৭২)	২. হাল্কজি পার্টি (১৯৮৩)
৩. রেফাহ পার্টি (১৯৮৩)	৩. ডেমোক্রেটিক বাম দল (১৯৮৩)
৪. ফজিলত পার্টি (১৯৯৮)	৪. সোসালিস্ট পার্টি (১৯৮৩)
৫. সাদাত পার্টি (২০০১)	৫. বাম আদর্শে বিশ্বাসী কুর্দিশ জাতীয়তাবাদী এইচডিপি (২০১২)
৬. এরদোয়ানের একে পার্টি (২০০১)	
৭. আদনান মেন্দেরেসের ডেমোক্রেটিক পার্টি (১৯৪৬)	
৮. সুলাইমান দেমিরেলের আদালত পার্টি (১৯৬১)	
৯. তুর্গেত ওজেলের মাদারল্যান্ড পার্টি (১৯৮৩)	
১০. দউরু ইওল পার্টি (১৯৮৩)	

ইদ্রিস কুচুক ওমেরের ডান ও বামপন্থী আদর্শে বিভক্তির চেয়েও বাস্তবে তুরস্কের রাজনীতিতে উপরোল্লিখিত চার ধরনের আদর্শই বিভিন্ন দলের ওপর বেশি প্রভাব রাখছে। কিছু দলের ওপর ইসলাম ও সেক্যুলারিজম এককভাবে প্রভাব রাখলেও বাকি দলগুলোর ওপর মিশ্র প্রভাব বজায় রেখেছে। তবে সকল দলের কমন আদর্শের নাম হলো জাতীয়তাবাদ।

তুরস্কের সবচেয়ে পুরোনো রাজনৈতিক দল সিএইচপিকে সেক্যুলারিস্ট জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা অভিহিত করে থাকেন। সেক্যুলারিস্ট জাতীয়তাবাদকে অনেকে আবার কামাল আতাতুর্কের *কামালিজম* বা *কামালতত্ত্ব* হিসেবেও উল্লেখ করেন। গত ৯৫ বছর ধরে তারা তুরস্কের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস এবং উসমানি চেতনার বিপরীত মতাদর্শ নিয়ে কাজ করেছে এবং উল্লেখযোগ্য জনতার প্রতিনিধিত্বও করেছে। আতাতুর্কের কট্টর সেক্যুলার আদর্শ থেকে বেরিয়ে আদনান মেন্দেরেস প্রথম সেক্যুলারিস্ট লিবারাল রাজনীতির প্রবর্তন করেন। আদনান মেন্দেরেসের পর সুলাইমান দেমিরেলের আদালত পার্টি ও দুউরু ইওল পার্টি, তুর্গেত ওজেলের মাদারল্যান্ড পার্টি এই আদর্শকে সামনে নিয়ে দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছে। যদিও রাজনীতিতে আদর্শের চেয়ে এদের ব্যক্তি প্রভাবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল।